গাংনীর সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহার

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট ভুলবোঝাবুঝি ও অভিযোগের অবশেষে অবসান হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উভয়দের মধ্যেকার ভুলবোঝাবুঝির অবসান হওয়া বিষয়ে নিশ্চিত করেন।

ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমানের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেললনে ইউপি সদস্য আনারুল ই্সলাম আকালি সংবাদ সম্মেলনে জানান, ইউপি চেয়ারম্যান ও আমরা যারা ১২জন ইউপি সদস্য রয়েছি তাদের সাথে একটু মতানৈক্য তৈরী হয়। আমরা কতিপয় সদস্যরা এবিষয়ে চেয়ারম্যান মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা প্রশাসন বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। চেয়ারম্যান ও আমাদের সাথে একটু দুরুত্ব তৈরী হয়। এতে ইউনিয়নবাসীরা তাদের সেবা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হচ্ছিল।

এমন বিষয় চিন্তা করে আমাদের মধ্যেকার দুরুত্বের অবসান করে নিলাম। ইউনিয়নের উন্নয়ন ও ইউনিয়নবাসীর সেবার স্বার্থে আমরা আবার এক সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে চলতে চাই। সকলে একত্রিত হয়ে ইউনিয়নের মানুষের কাংখিত সেবা দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের মধ্যেকার জমে থাকা ক্ষোভ ও দুরুত্ব আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্ব্হী অফিসার বরাবর যে অভিযোগ জমা দেয়া ছিল তা প্রত্যাহার করে নিয়েছি বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।

ইউপি সদস্য সাহাবুদ্দিন জানান, এক সাথে চলতে গেলে একাধপু দোষত্রুটি থাকতেই পারে। এবিষয়ে আমাদের মধ্যেকার ভুলবোঝাবুঝির আনুষ্ঠানিক অবসানের জন্য আমরা সংবাদ সম্মেলন করে নিজেদের মধ্যেকার তৈরী হওয়া দুরুত্বের অবসান হলো। আগামী দিন থেকে আমরা ইউনিয়নের উন্নয়নের একত্রে কাজ করার পথ সুদৃড় হবে।

সংরক্ষিত নারী সদস্য আসমা আক্তার জানান, একটি ইউনিয়ন মানে আমাদের একত্রে থাকার একটি পরিবার। সেখানে তেম কিছুই ঘটেনি। সামান্য

ভুলবোঝাবুঝির কারনে বিষয়ে এতোদুর গড়িয়েছে। আমাদের মধ্যে পৃথক করে দিয়ে তৃতীয় একটি পক্ষ ফায়দা লুটার চেষ্টা করছিল। এমন বিষয় আমরা বুঝতে পেরে নিজেদের সমস্য নিজেরাই মিমাংসা করে একত্রে মিলে ইউনিয়নের উন্নয়ন করতে চাই। এক সাথে চার বছরের পথ চলা আজকের এই অবসানের মধ্য দিয়ে সুগম একটি প্লাটফর্ম তৈরী হলো।

আব্বাস আলী জানান, আমরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। এবিষয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার চেষ্টা করছিল একটি পক্ষ। আমরা আমাদের বিষয়টি বুঝতে পেরে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছি।

ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান জানান, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তা ভিত্তিহীন ও মনগড়া। সামাজিক ভাবে আমাকে হেয় করার জন্য একটি পক্ষ ষড়যন্ত্র করে আমাদের সদস্যদের মধ্যে দুরুত্ব তৈরী করে দিয়েছিল। এটি সদস্যরা বুঝতে পেরে তারা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগে যে স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছিল তা ভুয়া। অন্যকাজের জন্য করা স্বাক্ষরিত কাগজ আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। বিষয়টি জানাজানি হলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এবং একসাথে ইউনিয়নের উন্নয়নে কাজ করা প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু জানান, সাহারবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য লিখিত আবেদন করেছেন ইউপি সদস্যরা। তারা সরাসরি অফিসে এসে প্রত্যাহার পত্র দিয়ে গেছেন। এতে তাদের ভুলবোঝুছি ছিল বলেও প্রত্যাহার পত্রে উল্লেখ করেছেন তারা।

বামন্দীতে বাজার মনিটরিং ও

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

বামন্দী-কাজিপুর সড়কের কার্পেটিং শেষ হবে কবে ?

দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারহীন থাকায় একসময় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কটি। ভাঙ্গাচোরা সড়কটি পরবর্তীতে গেল বছরে নতুন করে সংস্কার কাজের অনুমোদন হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারীতে কাজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের ১ বছর পেরিয়ে গেলেও সড়কটির শতভাগ কাজ এখনো অসম্পূর্ণ।

সড়কটির নিশিপুর অংশ থেকে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসা বাজার পর্যন্ত সাড়ে ৪কি.মি. এলাকা জুড়ে বালি আর ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও মাসের পর মাস পেরিয়েছে তবুও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কার্পেটিং কাজ শুরু করেনি এখনো। যার ফলে সড়কটিতে ইটের খোয়ার লাল রঙের ধুলোবালি উড়ে সীমাহীন সমস্যার মধ্যে রয়েছে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

কার্পেটিং না হওয়ার কারণে ধুলোবালি উড়ে সড়কের চলাচলে এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্নতা ঘটাচ্ছে। সড়কটিতে চলাচলকারী পথচারীরা এবং বামন্দী-নিশিপুর থেকে হাড়াভাঙ্গা পর্যন্ত বসবাসরত স্থানীয় বাসিন্দাদের যেন বেদনার শেষ নেই। ধুলোবালি উড়ার ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধি জন্মানোর আশঙ্কা করছেন তারা। এ সড়কের ধুলোবালি কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রচন্ড ধুলাবালির কারণে স্থানীয়রা মটরের পানি দিয়ে রাস্তা ভেজাচ্ছে বিগত কয়েক মাস ধরে। ধুলোবালিতে গাছগাছালি বিবর্ণ আকার ধারণ করেছে। এ সড়কে নিয়মিত চলাচলকারী মোটরসাইকেল ও ইজিবাইক চালকেরা প্রায় দিশাহীন হয়ে উঠেছে। কার্পেটিং কাজ না হওয়ার ফলে সড়কটির পাশে অবস্থিত বেশকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীরাও চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন বলেন, আমাদের স্কুলের পাশের সড়কটিতে ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও কার্পেটিং কাজ হয়নি। যার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ

[redacted]

[redacted]

শিক্ষার্থীরা প্যারেড ও কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন । সকাল ১১টার দিকে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা সিদ্দিকা সেতু।

গাংনীর ওসির ওপর বেআইনি ক্ষোভ ঝাড়লেন উপজেলা চেয়ারম্যান

একটি ট্র্রাক উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশি সহায়তা না পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের ওপর বেআইনি ক্ষোভ ঝাড়লেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে ২৫মার্চ আলোচনা সভা শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে দাঁড়িয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাককে উদ্দেশ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তবে ওসি আব্দুর রাজ্জাক ট্রাক উদ্ধারের বিষয়টি আইনি জটিলতায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে দাবী করে জানান, ট্রাকের বিষয়ে আদালতে মামলা রযেছে। আদালত পর্যন্ত যে বিষয়টি গড়িয়ে যায় সেই বিষয়টি আদালত সুরাহা না দেয়া পর্যন্ত পুলিশের কিছুই করা থাকেনা।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক জানান, তার নিজ নামীয় একটি ১০ চাকা বিশিষ্ট ট্রাক যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঝিনাইদাহ ট-১১-১২-৮১। খলিশাকুন্ডি গ্রামের হাজি আবুল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেনের কাছে ৩০,২৪,০০০ টাকা মুল্য নির্ধারন করে ৪৮ কিস্তিতে বিক্রির চুক্তিপত্র করা হয়। প্রতি কিস্তি ৬৩ হাজার টাকা হিসাবে ৩০২৪০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে এমন শর্ত দেয়া হয় চুক্তিপত্রে।

চুক্তি অনুযায়ী ফারুক হোসেন ৩১ কিস্তির মাধ্যমে ২০,০৩০০হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকী ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কিস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও পরিশোধ করতে না পারায় বাকী কিস্তির টাকা প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা করে পরিশোধ করার নতুন শর্তে আরও একটি চুক্তি

অন্য থানায় পড়লে আইনি সহায়তা ছাড়া একটি ট্রাক উদ্ধার করা সম্ভব না। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব ভুল বুঝে আমার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমরা আইনের মানুষ সব সময় আইনের মধ্যে থেকেই আমাদের চলতে হয়।

গাংনীতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কবর সংরক্ষণের দাবীতে ছেলে আমরণ অনশন

মেহেরপুরের গাংনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হারেজ উদ্দীনের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়নের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন না হওয়ায় আমরণ অনশনে বসেছেন তার বড় ছেলে বুলু মন্ডল।

আজ শনিবার (২৫মার্চ) সকাল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার চত্বরে তিনি কাফনের কাপড় নিয়ে আমরণ অনশন শুরু করেন । শহীদ হারেজ উদ্দীনের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কাজ তিন বছরেও বাস্তবায়ন না হওয়ায় অবশেষে আমরণ অনশনে বসেছেন বলে দাবী করেন বুলু মন্ডল।

জানাগেছে, মেহেরপুর জেলার ৩১টি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ডিপিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কবর/সমাধিগুলি সনাক্ত করে তা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য একটি গেজেট কপি প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। উক্ত গেজেটে মেহেরপুর সদর ১৬টি, মুজিবনগর ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ৭টি কবর / সমাধিস্তল সংরক্ষণের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করনের জন্য প্রত্র পেরণ করা হয়।

গত ২২/১২/২-১৯ ইং তারিখে অনুরোধ লিপি প্রেরণ করা হয় স্বস্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর। কাজ বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গণপুর্ত বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়। পত্রে ঠিকাদার নিযুক্ত করনের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করবে গণপূর্ত বিভাগ এবং তদরকি সহ জায়গা নির্ধারণ করবে উপজেলা প্রশাসন। অন্যান্য জেলা ও উপজেলার সমাধিস্থল সংরক্ষণের

কাজ শেষ হলেও তিন বছরেও জায়গা নির্ধারন জটিলতায় শহীদ হারেজ উদ্দীনের কবর সংরক্ষণ কাজ আজও বাস্তবায়ন হয়নি।

শহীদ হারেজ উদ্দীনের বড় ছেলে বুলু মন্ডল জানান, আমি যখন ১৩ বছরে শিশু,তখন পাকিস্থানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে নিহত হন আমার পিতা হারেজ উদ্দীন। আমার ছোট ভাই হাফিজুলকে নিয়ে আমার মা আমাদের প্রাণ বাঁচাতে গাংনীর চৌগাছা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরের দিন পাক হানাদার বাহিনীর লোকজন এলাকা ত্যাগ করলে আমরা আবার বাড়িতে ফিরে আসি। আমার পিতার মরদেহটি খুঁজে পেলে একটি সরকারি খাস জমিতে আমার পিতাকে কবর দেয়া হয়। স্বাধীনতার ৫২ বছর পার হয়েছে। অনেক সরকার এসেছে।

আমরা আবেদন করেছি আমার পিতার কবরটি সংরক্ষণ করার জন্য। কেউ দাবী পুরুন করেনি। অবশেষে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় এসে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারদের সম্মিলিত দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার সারা দেশের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষনের পরিকল্পনা হাতে নেন। কাজও বাস্তবায়ন হয়েছে। অথচ আমার পিতার নাম উক্ত তালিকায় থাকা সত্বেও আজও সে কাজ বাস্তবায়ন হয়নি। আমি কাগজপত্র হাতে নিয়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে যাওয়া আসা করতে করতে ক্লান্ত হয়েছি।

তিনি আরও বলেন, গাংনীর চৌগাছা মৌজার ৬৬৯১ দাগের সরকারি জমিতে আমার পিতার কবর রয়েছে। উক্ত ২একর ২৬ শতক জমির মধ্যে স্থানীয় মতলেব শেখকে ৪২ শতক,নইমুদ্দিনকে ২৪ শতক,কিয়ামুদ্দিনকে ৩০ শতক,আইনুদ্দিনকে ১৬ শতক, আফছার আলীকে ১৫ শতক ও শুকুর আলীকে ১৫ শতক জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। সেখানে আরও প্রায় ৮৫ শতক জমি অবশিষ্ট রয়েছে। সে জমিও স্থানীয় প্রভাবশালীরা জোর দখল নিয়েছে। এমনকি আমার পিতার কবরটিও তারা জোর দখল নিয়ে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। আমরা আমার পিতার কবরে যেতে পারছিনা। আবার কবর সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজও বাস্তবায়ন হচ্ছেনা। আমার পরিবারের আর ক্েউ বেঁচে নেই। আমি একমাত্র বেঁচে আছি। আমি এখন হতাশায় পড়েছি আদৌ কি আমার শহীদ পিতার কবরটি সংরক্ষণ ও উন্নকাজ হবে? এমন হতাশা নিয়ে আমি অমরণ অনশনে বসেছি। কাজ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অনশনে থাকবেন বলেও জানান এই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হারেজ উদ্দীনের বড় ছেলে বুলু মন্ডল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা পাতান আলী জানান, একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কবর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন হোক এটা আমাদের প্রত্যাশা।

মুক্তিযোদ্ধা বান্ধব সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের মুল্যায়ন করেছেন। এবং কবর সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন তা যে কোন ভাবে বাস্তবায়ন করা উচিৎ। এখানে প্রশাসনিক ব্যার্থতার বিষয়টি উঠে আসছে বারবার। শহীদ হারেজ উদ্দীনের কবরটি অযত্নে অবহেলায় পড়ে না থেকে সংস্কার করার দাবী জানান তিনি।

সরকারি প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের অবহেলায় তিন বছরেও শহীদ হারেজ উদ্দীনের কবরটি সংরক্ষনের কাজ শুরু হয়নি। কোন অশুভ শক্তির ইশারায় কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে তা দেখে দ্রত কাজ বাস্তবায়ন করার দাবী জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার(দায়িত্বপ্রাপ্ত) সাজিদা সিদ্দিকা সেতু জানান, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হারেজ উদ্দীনের বড় ছেলে বুলূ মন্ডলের অনশন করার কথা জানতে পেরে সেখানে গিয়েছি। কাজ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি আপাতত অনশন ভঙ্গ করেছেন। গাংনীতে ইউএনও হিসেবে আমি নতুন যোগদান করেছি । বিষয়টি জানা ছিলনা। দ্রত সুরাহা হবে বলেও জানান তিনি।

গাংনীতে গণহত্যা দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহি অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর – ২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাদির হোসেন শামীম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের

সাধারণ সম্পাদক মকলেচুর রহমান মুকুলসহ বিভিন্ন সরাসরি দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার মনিটরিং

রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে গাংনীতে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী শহরের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই মনিটরিং করা হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বাজার মনিটরিং করেন।

এ সময় শুকনো খাদ্য দ্রব্য, মাছ, মাংস ও সবজির বাজারের মজুদ পরিস্থিতি ও দর পর্যবেক্ষণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। রমজানের দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম সংকট না করার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন তিনি।

মনিটরিং দলে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাদিম হোসেন শামীম ও গাংনী থানার এস আই শাহীনসহ পুলিশের একটি দল।

গাংনীতে জাতীয় পতাকা দিবস পালন করেছে পথিকের পাঠশালা

গাংনীতে ৭১’এর অগ্নীঝরা দিনগুলো স্মরণ করেছে পথিকের পাঠশালা। বুধবার (২২ মার্চ) সকালে কাথুলী মোড়ে পাঠশালার পরিচালক রফিকুল ইসলাম পথিক এর সভাপতিত্বে ৭১ এর উত্তাল দিনগুলোর স্মরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি ইয়াসিন রেজা, সাবেক কমিশনার নবীরুদ্দিন, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গাংনী সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদ রাজা প্রমুখ। পতাকা নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে জান্নাত ফাতিমা রোজা, সীমন্তিকা দাস জয়া, তাসফিয়া জাহান রুপা, নওশীন জাহান জেবা ও তাসনিম শশী।

এসময় রফিকুল ইসলাম পথিক বলেন,” বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল উত্তাল ঘটনাবহুল মাস। মার্চ মাসের প্রতিদিনের ঘটনা-আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন চুড়ান্ত রুপ নেয়। আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। উত্তাল মার্চকে স্বরণ করতেই গাংনীতে এই প্রথম উদযাপিত হলো জাতীয় পতাকা দিবস।

গাংনীতে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিয়কালে নবাগত ইউএনও

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে গড়া সোনার বাংলা গড়তে হলে সাংবাদিকদের আরও বেশি আন্তরিক হতে হবে। সরকারের উন্নয়নকে আরও বেশি তুলে ধরতে হবে। সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে সমাজের অনিয়মন দুর্নীতি, উন্নয়নসহ বিভিন্ন কিছু মানুষ যেমন জানতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে সরকারের উন্নয়নের কথাও জানতে পারে। সাংবাদিকদের দেয়া তথ্য সঠিক হওয়ায় সেখানে তড়িত ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে জনদুর্ভোগ নিরসন হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্মার্ট বাংলাদেশে

বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকরা গাংনী উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সঠিক ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার প্রত্যাশা করেন। গাংনী উপজেলার উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে তিনি সকল সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।